বিদ্যাপতি

বৈষ্ণব পদাবলীর অনন্য রসমধুর সৃষ্টি সম্ভারে বিদ্যাপতি এক অবিস্মরণীয় কবি ব্যক্তিত্ব। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি জন্ম সূত্রে বাঙালী না হয়েও অনন্য কবি প্রতিভাদীপ্ত পদাবলীর রচয়িতা হিসেবে বাঙালী পাঠকের রসতৃষ্ণা মিটিয়েছেন। তাঁর পদাবলী বিশুদ্ধ বাংলা পদ নয়—তা মিশ্র কবিভাষা ব্রজবুলি-তে রচিত। তবু বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে বিদ্যাপতি মানসিকতায় ও বৈষ্ণব রসধারায় নিঃসন্দেহে বাংলার প্রাণের রূপকার, মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে চিরস্মৃত এক কবি ব্যক্তিত্ব। কৃষ্ণ দাস কবিরাজ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে লিখেছেন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রী গীত গোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।"

শ্রী চৈতন্যের রসাস্বাদনের মহিমাতেই বিদ্যাপতির পদ বৈষ্ণব সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে। মধ্যযুগের সেই কাল থেকে কালোত্তরে আধুনিক যুগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার সারস্বত ও সাধারণ জনসমাজ বিদ্যাপতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বন্দিত ও অভিনন্দিত করেছেন। বাংলা ভাষাও সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ কথার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে প্রাক চৈতন্যযুগে জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, পদাবলীর চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নাম চিরস্মরণীয়।

জয়দেব বাঙালী কবি, কিন্তু তিনি গীত গোবিন্দ রচনা করেছিলেন সংস্কৃতে; বিদ্যাপতি বাঙালী নন, কিন্তু তাঁর পদাবলী বাঙালীর হৃদয় মথিত ব্রজভাষা ব্রজ বুলিতে রচিত। তাঁর পদে রাধাকৃষ্ণের মধুর রসের প্রগাঢ় বৈষ্ণব ধর্মের মূল চেতনা অভিব্যক্ত হয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালীর সাহিত্য সংস্কৃতিতে ও প্রধানত বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁর সুদূর প্রসারী প্রভাব অনস্বীকার্য। চৈতন্যোত্তর কবিকুল, বিশেষতঃ

Scanned with CamScanner

গোবিন্দ দাসের উপর বিদ্যাপতির অভ্রান্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলংকৃত সুষমায় বিদ্যাপতি দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যকে প্রেরণা দিয়েছেন। কাব্যের বহিরঙ্গ অবয়বের রূপ নির্মিতি ও অন্তরঙ্গ আত্মার ভাব স্পন্দনে বিদ্যাপতির পদাবলী অসামান্য রসরূপ লাভ করেছে। বাঙালীর কৃষ্ণপ্রেমের মধুর লীলা, রাধা বিরহের অনন্ত বেদনাকে ভাবমূর্তি দান করে। বাঙালী মানসের পূর্ণ প্রত্যাশাকে চরিতার্থ করে বিদ্যাপতি বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। তাই মিথিলার কবি হয়েও সীমায়িত সীমানা অতিক্রম করে কবি সার্বভৌম বিদ্যাপতি বাঙালী মানসের প্রিয় প্রতিম। তাই জন্ম সূত্রে বাঙালী না হয়েও তিনি বাঙালী কবি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। তাঁর পদাবলীর সঙ্গে বাঙালীর অন্তরের যোগ থাকায় ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত প্রেমধর্মের ঐক্যমত থাকায় বাঙালী তাঁকে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবসমাজে তিনি মহাজন রূপে স্বীকৃত।

বিদ্যাপতির জন্মস্থান বিহারের দ্বার ভাঙা জেলার মিথিলার মধুবনী পরগণার অন্তর্গত বিসফী গ্রাম। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর, পিতামহ জয়দত্ত। কবির আত্ম পরিচয়ে রাজা শিবসিংহ ও তাঁর রাণী লছিমা দেবীর উল্লেখ আছে। আনুমানিক চতুর্দশ শতকের তৃতীয় পাদ থেকে পঞ্চদশ শতকের তৃতীয়পাদ পর্যন্ত প্রায় এক শো বছর তিনি জীবিত ছিলেন। সুদীর্ঘ জীবনে বিদ্যাপতি মিথিলার ছ-জন রাজা ও একজন রাণীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন, সেই সময় মৈথিলী ও অবহধধ্ ভাষায় বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন। এগুলি হল—কীর্তি সিংহ-র সময়ে কীর্তিলতা, দেবসিংহর সময় ভূ-পরিক্রমা, শিব সিংহর সময়ে কীর্তি পতাকা ও পুরুষ পরীক্ষা, পদ্মসিংহ ও বিশ্বানদেবীর সময়ে শৈবসর্বস্ব গঙ্গাবাক্যাবলী, নরসিংহ ও ধীরমতীর সময়ে দান বাক্যাবলী, পুরাদিত্যের সময়ে লিখনাবলী ও ভৈরবসিংহর সময়ে দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিনী। শিব সিংহ ও তাঁর মহিষী লছিমা দেবীর প্রতি কবির সশ্রদ্ধ অনুরক্তির কথা তাঁর নানা রচনায় পাওয়া যায়। তাঁর রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক বহু পদ এসময়ই রচিত হয়েছিল।

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি, ফলে নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও মণ্ডন কলাসমৃদ্ধ বাক নির্মিতি ছিল তাঁর সহজাত। এছাড়াও তিনি ছিলেন স্মৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ফলে পাণ্ডিত্য রসচর্চা ও স্মৃতি সংহিতার অনুশীলন দ্বারা বিদ্যাপতি জীবিত কালেই 'অভিনব জয়দেব' ও 'মৈথিল কোকিল' নামে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা ভাজন হয়ে ছিলেন। কুলধর্মে শৈব হয়েও তিনি রচনা করেছিলেন অনন্য রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক পদাবলী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ধার্মিক, বহুভাষাবিদ

Scanned with CamScanner

ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ। এই বিচিত্র মুখী প্রতিভার বিকাশ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া গেলেও তাঁর কবি প্রতিভার সর্বাধিক স্ফূরণ ও মহোত্তম বিকাশ ঘটেছে রাধাকৃষ্ণ পদাবলীতে এবং সেকারণেই বাংলাদেশে তাঁর চিরস্মৃত জনপ্রিয়তা।

বিদ্যাপতির কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিকাশ ও তত্ত্বের বিস্তার ঘটেনি, তাই অনেকে তাঁর পদগুলিকে সাধারণ নর নারীর জৈবপ্রেমলীলার বেশি গুরুত্ব দিতে চাননা। তাঁর পদে গৌড়ীর বৈষ্ণবধর্মের অলৌকিক আধ্যাত্মিক রসের প্রকাশ নেই একথা সত্য, কিন্তু মর্ত্য জীবন চেতনা ও বাসনানুরাগের অভিব্যক্তি ঘটলেও সেই পদাবলীতে প্রেমের এক উন্নীত পরিণাম লক্ষ্য করা যায়। অনেকে মনে করেন রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করে বিদ্যাপতি প্রাকৃত নরনারীর প্রেমলীলাই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একথা ঐতিহাসিক ভাবেই স্বীকৃত যে স্বয়ং মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ আস্বাদন করতেন এবং বৈষ্ণব সাধকরাও তাঁর পদের অনুরক্ত ছিলেন। অসামান্য কবি প্রতিভায় তিনি মর্ত্য মানবী রাধাকে অমর্ত্য লোকের অধিবাসিনী রূপে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রসাধনার চর্চিত সজ্জার অন্তরালে তাঁর পদাবলীতে মিলেছিল সাধনার ঐকান্তিকতা। আসলে রাজসভার কবি বিদ্যাপতি নাগরিক মনোরঞ্জনের জন্য শৃঙ্গার রসের ভোগবাদী প্রকাশ তাঁর পদে প্রয়োগ করলেও তার অন্তরালে দৈবী প্রেমভক্তির গভীরতা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। তাই তাঁর রসোল্লাস যেমন উচ্ছলিত, মাথুরের বেদনা তেমনই আত্মসমাহিত।

বিদ্যাপতির রাধা চরিত্র কল্পনা অনবদ্য। তার মধ্যে পরবর্তীকালের গৌড়ীর প্রেমধর্মের স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিসার, প্রেম বৈচিত্ত্যের পথ চেয়ে বিদ্যাপতির রাধিকা মাথুরের রিবহে বেদনার বাণী মূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছেন। আবার ভাব সম্মিলনের উচ্ছল আনন্দে অনন্ত প্রেমধারায় সিঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর শ্রীরাধা যেন ভোগবতীর উত্তাল তরঙ্গালীলা পার হয়ে চিরবিরহের অতলান্ত সমুদ্রে নিমজ্জিতা। প্রথম প্রেমের লজ্জারক্তিম আত্মপ্রকাশ অনবদ্য কবিভাষায় উৎসারিত—

"অবনত আনন ক এ হাম রহলি
বারল লোচন চোর
পিয়ামুখ রুচি পিবত্র ধাবল
জানি সে চাঁদ চকোর'

সেই নব অনুরাগিমী রাধা কৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি শ্রবণে একাকিনী অভিসার যাত্রায় বেরিয়েছে—

Scanned with CamScanner

"নব অনুরাগিনী রাধা
কহু নাহি মান এ বাধা
একলি করল পয়ান
পথ বিপথ নাহি মান"

একথা সত্য যে বয়ঃসন্ধির রাধা কিংবা রূপানুরাগের রাধার মধ্যে আছে দেহজ বর্ণনা ও বাসনার রক্তিমা; কিন্তু সেই আসক্তির রক্তিমা বিরহের স্পর্শ কখন যেন পরিণত হয়েছে বৈরাগ্যের করুণিমায়। তাই শ্রীরাধা বলেন যাঁর সঙ্গে মিলনে বাধার ভয়ে তিনি অঙ্গে চন্দন লেখা, কণ্ঠহার, বসনাঞ্চলও রাখতেন না, সেই প্রিয়তম আজ বহু দূরবাসী—

"চির চন্দন উরে হার না দেলা
সো অব গিরি নদী আতর ভেলা"

—তখনই অনুভবের গভীরতায় বিদ্যাপতির রাধা পৌঁছে যান সীমাহীন বেদনার নৈঃশব্দে—

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী
শূন ভেল দশদিক শূন ভেল সগরী"

যে শ্রীরাধা তাঁর নিত্য নবায়মান অনুরাগের ব্যাখ্যা দিতে ভাষা হারান, যিনি মনে করেন—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু
তব হিয়া জুড়ন না গেল"

—তিনিই তো প্রিয়তমের বিরহে গেয়ে ওঠেন—

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন মন্দির মোর"

তখনই তাঁর কণ্ঠে আর্তবেদনার চির বিরহ বাণী উচ্চারিত হয়—

"পিয়া বিছুরণ যদি কি আর জীবনে"

অনেকে বিদ্যাপতিকে অগভীর ও বিলাসকলার রূপদক্ষ কবি বলতে চান। কিন্তু এমত গ্রহণযোগ্য নয়; তিনি ছিলেন জীবন রসরসিক কবি, প্রেমের কবি। রাধার যে প্রেমানুভব 'তিলে তিলে নূতন হোয়'—তাকে তিনি অনন্য বাণীমূর্তি দান করেছেন। রাজসভার কবি বলে তাঁর কাব্যে এমন কিছু বিশিষ্টতা ছিল, যা বৈষ্ণবপদাবলীর অন্য পদকর্তাদের মধ্যে অপ্রতুল। তিনি পূর্ববর্তী জয়দেব ও পরবর্তী ভারতচন্দ্রের মতো রাজসভা অলংকৃত করে বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জনের উপযোগী সাহিত্য রচনা করেছিলেন। রাজসভার কবিকে রাজন্যবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য কিছু প্রথাগত

Scanned with CamScanner

ফরমায়েসী কাব্য রচনা করতেই হয়। নাগরিক ব্যক্তিত্বের রুচি ও প্রাখর্য অনুসারে কবিকে লিখতে হয় মনোরঞ্চক বিলাসী কাব্য। জয়দেব লিখেছিলেন—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মন
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম
মধুর কোমল কান্ত পদাবলী
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্"

—কেবল হরিস্মরণই নয়, বিলাসকলাও ছিল তাঁর কাব্যের উপজীব্য। বিদ্যাপতিও রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ভাবগভীরতার সঙ্গে কামকলার উচ্ছল তরঙ্গকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর রচনায় বৈদগ্ধ্য, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, তীব্র আদিরস, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অনুভব পরিস্ফূট। কিন্তু রাজসভার কবি হিসেবে সুখসৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যকে উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করলেও গভীর হৃদয়ানুভাবকেও তিনি পরম প্রকাশে অনন্য রূপ দিয়েছেন। বিদ্যাপতি ছিলেন জীবনের কবি, প্রেমের কবি, রূপের কবি, সৌন্দর্যের কবি, গভীর জীবন রহস্যের কবি। রাজসভার স্থূল ভোগ ঐশ্বর্য ছিল তাঁর কাব্যের বহিরঙ্গ প্রসাধন, প্রেমের সুগভীর মাধুর্য ও অতলান্ত গভীর অনুভব ছিল তাঁর কাব্যের অন্তরঙ্গ সাধনা। রাজসভার রুচি প্রবণতা শিল্প রসজ্ঞান অনুযায়ী তিনি কাব্য রচনা করেছেন। দরবারী সংস্কৃতির প্রধান বিশেষত্ব যে বর্ণাঢ্য আড়ম্বর প্রিয়তা তার প্রকাশে বিদ্যাপতিও ব্যতিক্রম নন; কিন্তু সেই রুচিশোভন বর্ণাঢ্য প্রকাশের মধ্যে প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখাকেও তিনি জ্বালিয়েছেন।

তাঁর রাধা চরিত্র অনবদ্য শিল্প সৃজন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছে"

মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকে ক্রমাভিব্যক্ত করেছেন। তাঁর রাধা মুকুলিত যৌবন আবেশে নিজের দেহের মধ্যে একটি আত্মসচেতন ও যৌবন বিহ্বল নারীকে আবিস্কার করেছে।

যৌবনের মধুগন্ধে রাধা উন্মনা—

"খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরঙ্গা
খনে খনে বসন ধূলি তনু ভরঙ্গা"

রাধার দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর মানসিক পরিবর্তন কবি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর রাধা ব্যক্তিত্বময়ী। চণ্ডীদাসের রাধা একান্ত ভাবেই কৃষ্ণময়ী; কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা কৃষ্ণের মধ্যে মিশে গিয়েও তার স্বতন্ত্র সত্তাকে হারায় না, তাই প্রশ্ন করে—

Scanned with CamScanner

"তুঁহু কৈছে মাধব, কহ তুঁহু মোয়"

আবার রাধার রূপবর্ণনায় কৃষ্ণের মুগ্ধ প্রশস্তিও নাগরিক বৈদগ্ধ্যের অনবদ্য প্রকাশ—

"নব জল ধরে বিজুরি রেখা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি"

তাঁর পদলালিত্যে যৌবন রসরঙ্গ মিলেছে কামনা মদির প্রকাশ ভঙ্গিতে কিন্তু ধীরে ধীরে কবি তার থেকে উত্তীর্ণ করেছেন তাঁর রাধাকে। তাই রাধা বলেন—

"কত মধুযামিনী রসে গোঙাইলু
না বুঝিনু কৈছন কেল"

এই রভসরসের উচ্ছলিত তরঙ্গই পরের চরণের অতলান্ত গভীর হিয়ার রোদনে পরিণত—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু
তব হিয়া জুড়ন না গেল।"

আনন্দ সম্ভোগের কবি বিদ্যাপতি প্রেমের সঙ্গীত ধারায় এনেছিলেন ভক্তির ছোঁওয়া। তাঁর অভিসারের পদে তার নিদর্শন মিলবে।

'অভিসার' শব্দের অর্থ 'যাত্রা'—সংকেত স্থানে গমনই যাত্রা নামে অভিহিত। রসকল্পবল্লীতে অভিসারের সংজ্ঞা হল—

"কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং অভিসারিকা"

—কান্তের উদ্দেশে যে নারী সংকেত স্থানে গমন করেন, তিনিই অভিসারিকা। অভিসার পর্যায়ের এক তত্ত্বগত তাৎপর্য আছে। বৈষ্ণবপদাবলীর রস পর্যায়ে আধ্যাত্মিক কৃচ্ছসাধনা আছে একমাত্র অভিসারের পদে। পথের কাঁটা মাড়িয়ে ঘোর অন্ধকারে অভিসারিকা চলেছে দুর্গম পথে। ঘোর নিশীথে হৃদয় প্রদীপটি জ্বালিয়ে ক্ষুরধার দুর্গম পথে পরমপুরুষের দিকে অনন্ত অভিসারের পথ চলা চিরকালের।

বিদ্যাপতির অভিসারের পদে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা নেই। তা চিরকালীন প্রেমিকার অনন্ত অভিযাত্রা। আরাধ্য প্রেমিককে পাওয়ার আশায় মিলনের প্রবল আকাঙ্খার বিদ্যাপতির রাধা পথ-বিপথ, সময়-অসময়, পতি-গুরুজন, পাপ-পুণ্য সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে অন্ধকার বর্ষণ মুখর রাত্রিতে ছুটে চলেছেন। দুর্গমের অভিযাত্রাই রাধাকে প্রেমতাপসী করে তুলেছে। প্রেমিকা তার ঐকান্তিকতায় যেন দুস্তর তপস্যায় ব্রতচারিণী।

নব অনুরাগিণী রাধা কিছু নাহি মান এ বাধা

Scanned with CamScanner

একলি করল পয়ান, পথ বিপথ নাহি মান।।

তার দুর্নিবার আকাঙ্খায়, আন্তরিক নিষ্ঠায় যে সাধন করে, সেই তো সীমার মধ্যে অসীমকে লাভ করে। আধুনিক কবি সার্বভৌম রবীন্দ্র নাথ বলেন—

"তোমার অভিসারে যাবো অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে
কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে"

তাঁর অনুভবে 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা'

—বিদ্যাপতির রাধাও ভালোবাসাকে শেষপর্যন্ত পূজাতে পরিণত করেছেন।

প্রেমের তপস্যার বিদ্যাপতির রাধা দুঃখ বরণ করে এক দুর্জয় সাহসী রমণী। বর্ষাভিসারে ঘনঘোর নিশীথে তিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে প্রিয় মিলন আশে চলেছেন—

"রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গাম
কুলিশ পর এ দুরবার
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসয় পড় অভিসার।
সজনী বচন ছড়ইত মোহিলাজ
হোঅত সে হোও বরু সব হম অঙ্গিকরু
সাহস মন দেল আজ"

দুর্যোগময়ী নিশীথে শ্রীরাধা মনকে সাহস দিচ্ছেন। প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী এই রাধা ব্যক্তিত্বময়ী। প্রকৃতি চিত্রণে বিদ্যাপতির পটভূমি বর্ণনাও অনন্য। ঘোর রজনী যেন অন্ধকার বমন করছে। অসাধারণ উপমায় তিমিরাভিসারের অমারাত্রি বর্ণিত। ভীষণ সর্প তাঁর চরণ ঘিরলে তিনি ভীত না হয়ে আশ্বস্ত হচ্ছেন যে তার ফলে নূপুরের নিক্কণ শোনা যাবে না। সর্পদংশনের ভয়কে তুচ্ছ করে রাধা চলেছেন প্রিয় সন্দর্শনে। শ্যাম তাঁর কাছে মৃত্যুভয় জয়ী এক অমোঘ আশ্রয়। রাধা ভাবছেন প্রেম যদি না জন্মায়, তবে তার জন্যই জীবন যাবে।

"ভাবে জাইব জীব
জাবে না উপজু সিনেহ"

—অর্থাৎ কোনো শঙ্কা, বজ্রাঘাত বা সর্পদংশনে নয়, হৃদয়ে যদি প্রেম না জন্মায়—তবেই জীবন যাবে। প্রেমই রাধার জীবন। সেই জীবনের নাম কৃষ্ণ; সেই নাম তাঁর বেদনা, আনন্দ-ও। বিদ্যাপতির রাধা অভিসার যাত্রার কামনা রক্তিমার

Scanned with CamScanner

মাঝেও প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখাটি হৃদয়ে জ্বালিয়ে রেখেছেন। সে তমসাবৃত রজনীতেও তাঁর হৃদয় কামদেব মন্মথের প্রসাদে উজ্জ্বল। এখানেই প্রাকচৈতন্য যুগের কবি আঁকছেন সম্ভোগের রক্তরাগচিহ্ন, সেই সঙ্গে কামনা মদিরতা থেকে প্রেমানুভবের গভীরতাতেও উপনীত হচ্ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে বিঘ্নবিস্তৃত পথের সমস্ত বাধাই প্রেমের অস্ত্র দিয়ে তিনি কেটে ফেলছেন।

"বিঘিনি বিথারিত বাট
পেমক আয়ুধে কাট"

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যতিরেকে কেবল প্রেমের মন্ত্রে রাধা বিজয়িনী। পথ ও প্রকৃতির দুর্যোগ বিদ্যাপতির শব্দ-চিত্র চয়নের গুণে প্রাণময়। তাঁর রাধা এখানে দেহ সর্বস্ব নয়, কৃচ্ছ্রসাধনের দৃঢ়তায় প্রেমের গৌরবে গরবিণী। প্রেম তাঁর কাছে মরণের অধিক। এই রাধা গৌড়ীর বৈষ্ণবীয় দর্শনের তত্ত্বমূর্তি নন, ইনি চিরায়ত কালের চিরন্তনী প্রেমপ্রতিমা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"বিদ্যাপতি সুখের কবি।"

এই বহু চর্চিত মন্তব্যের সূত্র ধরে বহুদিন বিদ্যাপতির উপর আংশিক অবিচার চলে আসছে। বৈষ্ণবতত্ত্বের জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেই জানেন বৈষ্ণব রস পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব মাথুরে।

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগপুষ্টি মশ্নুতে"

পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিসারের পথ বেয়ে মাথুরে রাধা প্রেমের সর্বোত্তম বিকাশ। এই বিরহের বেদনাতেই খসে পড়ে লৌকিক নির্মোক। দিব্য প্রেমচেতনার আলোতে বেদনা মথিত বিরহ তাপিত মাথুরের পদেই জ্বলে ওঠে অতীন্দ্রিয় অলৌকিক প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখা। তাই পদাবলীর প্রেমভাবনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-মাথুর।। আর এ তথ্য ও সর্বজন স্বীকৃত যে মাথুরের পদ রচনায় বিদ্যাপতি সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার। যিনি বেদনার বাণীতে সর্বোত্তম, বিরহের রোদনে পরমতম, তিনি কি কেবল 'সুখের কবি' বলে চিহ্নিত হতে পারেন?

মিলনে বিদ্যাপতির রাধার যে আনন্দ চাঞ্চল্য বিরহে তারই ব্যথা দ্বিগুণ হয়ে দেখা দেয়। তখন রাধার বিদীর্ন বক্ষের হাহাকার—

"পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা"

বিদ্যাপতির রাধা সম্ভোগে যেমন উচ্ছল মিলনানন্দে উজ্জ্বল, বিরহ বেদনাতে তেমনই ম্লান। তিনি কৃষ্ণগত প্রাণা, তিনি কৃষ্ণ ভাবিনী, কৃষ্ণময়ী। তাই বিদ্যাপতি বলেন—

Scanned with CamScanner

"অনুধন মাধব মাধব সোঙারিতে
সুন্দরী ভেলি মধাই"

বিদ্যাপতি বিচিত্র লীলারসের কবি। তিনি বহিরিন্দ্রিয়র অনুগামী হয়েও ইন্দ্রিয়াতীত, রূপবিভোর হয়েও অরূপ ভাবময়।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

"বিদ্যাপতির কবিতা দূর গামিণী বেগবতী তরঙ্গা সংকুলা নদী"

সত্যই বিদ্যাপতির রাধা মিলনে উচ্ছৃল নির্বারিণীর মতো, কিন্তু উৎস থেকে মোহনার দিকে যখন তাঁর যাত্রা—তখন পূর্বরাগ মান আক্ষেপানুরাগ, প্রেমবৈচিত্য, অনুরাগ, অভিসারের উপলব্যথিত গতির শেষে বিরহের মহাসমুদ্রে এসে তিনি অতলান্ত গভীর, ধ্যানমগ্ন, প্রশান্ত। মিলনে তাঁর রাধা প্রস্ফুটিত বাসনাকুসুমের বর্ণোজ্জ্বল মালিকা, বিরহে তিনিই গৈরিকা "রুদ্রাক্ষ মালা"। এখানেই বিদ্যাপতির সিদ্ধি সমৃদ্ধি ও সাধনার সমন্বয়। রূপ নির্মিতির মঞ্জিমায় ও ভাবসৃজনের মধুরিমায় তাঁর পদাবলী অনুপম রসামৃতধারা।

Scanned with CamScanner

চণ্ডীদাসের পদাবলী

প্রাক চৈতন্য পদাবলী সাহিত্যের অবিস্মরনীয় যুগল কবি ব্যক্তিত্বের অন্যতম চণ্ডীদাস বাঙালীর প্রাণের কবি। রাজসভার কবি বাগ বৈদগ্ধ্যর নিপুন কলাকার মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতির প্রায় বিপরীতে তাঁর অবস্থান। শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে তুলনামূলক বিচারে না গিয়ে বলা যায় চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি দুজনেই স্বক্ষেত্রে সম্রাট ও দুজনে দুজনের পরিপূরক।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস দাঁড়িয়ে আছেন মেরু শিখরে। বিদ্যাপতির মত তিনিও হয়ে উঠেছিলেন পরবর্তীকালের আদর্শ। শ্রী চৈতন্য এঁদের দুজনের পদই আস্বাদন করে ভাবসমাহিত হতেন।

অল্পকথায় নিরাভরণ আবেগে চণ্ডীদাসের পদ গভীর আন্তরিক প্রেমানুভবের অনন্য উচ্চারণ। চণ্ডীদাসের রাধা যেন সংসারের সজীব মানবী নয়, সে শ্বাশত প্রেমের চিরন্তন নায়িকার প্রতীক। কৃষ্ণ প্রেমই রাধার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তার হৃদয় রাগিনীর ধ্রুবপদ। তাই পূর্বরাগ থেকে মাথুর পর্যন্ত তার কোন বিবর্তন ঘটেনি। প্রথমবধি কৃষ্ণ প্রেম তার অন্তরে সুগভীর ব্যথা হয়ে বেজেছে। সেই ব্যথাই তার জীবন, তার জীবনাতীত আশ্রয় চণ্ডীদাসের পদে ব্যাকুলতা, আবেগ যে গভীর মর্মস্পর্শী হৃদয় ঝংকার আছে তার তুলনা সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে দুর্লভ। বিদ্যাপতির অনবদ্য কবিভাষা অনুপম অলংকার চাতুরী, কাব্যকলার প্রসাধন—ঐশ্চর্য চণ্ডীদাসের কাব্যে নেই। কিন্তু তাঁর পদে আছে সহজ আবেগের স্বতস্ফূর্ত উৎসার, আছে হৃদয়ানুভূতির অনন্য মাধুর্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় সহমত হয়ে—আমরাও বলি যে চণ্ডীদাসের রাধার মিলনেও সুখনেই। কৃষ্ণকে আঁখির পলকে হারানোর বেদনায় তাঁর মিলনানন্দ বিরহের অনুভবেই ঘনিয়ে তোলে।

"দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া—
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া"

Scanned with CamScanner

রবীন্দ্রনাথ এজন্যই চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলেন তার কারণ তাঁর সৃষ্ট রাধা কখনোই সুখী নয়, এমনকি পূর্বরাগেও সে রাধা দুঃখ সাগরে ভাসমান। এ দুঃখ লৌকিক কোনো দুঃখ নয়, তা অনাদিকালের অজ্ঞাত কারন ও অনির্ণেয় বিরহ বিষাদ।

বিদ্যাপতির রাধা ও অনন্য কবি-প্রতিভার সৃষ্টি। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে আছে ক্রমাভিব্যক্তি তার যাত্রাপথের আদি অন্ত আছে। অন্যদিকে চণ্ডীদাসের রাধার কোনো বিবর্তন নেই। প্রথমাবধি সে বিরহ সাগরের ব্যাকুল পথে পরিক্রমা করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলাযায়—

"এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল।"

চণ্ডীদাসের কাছে প্রেম এক অতলান্ত পাথার। এই অনতিক্রম্য দুঃখ পারবারে নিমজ্জিত তাঁর শ্রীরাধা। তার প্রেম বেদনা থেকে উৎসারিত, বেদনার দ্বারা সমৃদ্ধ, বেদনার ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত। একালের শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক কবির কাছেও প্রেম এমনই বেদনার অনুভব—

"বড়ো বেদনার মত বেজেছ তুমি হে
আমার প্রাণে
মন যে কেমন করে মনে মনে
তাহা মনই জানে"

চণ্ডীদাসের পদে সর্বত্রই এই বেদনার অনুরণন। তাঁর পূর্বরাগ অভিসার মিলন বিরহে কোনো দৃষ্টি গ্রাহ্য পার্থক্য নেই। সমালোচকের মনে প্রশ্ন জাগে বেদনাকাতর রাধার জন্ম কি চণ্ডীদাসের ব্যথিত জীবন বোধ থেকে সজ্ঞাত? যাঁরা চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামির সম্পর্ককে স্বীকার করেন, তাঁরা জানেন যে সমাজের কঠোর নিয়মে চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খা বলিপ্রদত্ত হয়েছিল। তাঁর সেই সারা জীবনের বেদনা ও যন্ত্রনাই যেন তাঁর রাধা চরিত্রে অকূল বেদনার অনন্ত উচ্চারণ হয়ে ধরা পড়েছে। তাই তিনি বলেন—

"সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তারি ঠাঁই।"

কবি তাঁর আপন বেদনাকেই রাধার বিরহ বেদনায় মিলিয়ে দিয়েছেন তখনই রবীন্দ্রনাথের—"বৈষ্ণব কবিতার প্রশ্ন আমাদের মনেও জেগে ওঠে—

"সত্য করে কহো তুমি হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি।"

Scanned with CamScanner

—এই প্রেম কবি চণ্ডীদাসের হৃদয় বেদনা—তা তাঁর পদে রাধার বিরহবেদনায় বানীমূর্তি লাভ করেছে। চণ্ডীদাসের রাধা যেন অনন্ত বিরহের শাশ্বত বাক প্রতিমা। তাঁর রাধার মধ্যে বয়ঃসন্ধির চাঞ্চল্য বা যৌবনের অস্থিরতা নেই, প্রথমাবধি তার মধ্যে আছে বৈরাগিনীর অধ্যাত্ম অনুভব। কৃষ্ণ অনুধ্যানই রাধার জীবন সাধনা। তাই পূর্বরাগের মধ্যেও দেখি রাধা 'যোগিনী পারা'। প্রথম প্রেমের উন্মেষ পর্বেও রাধার অন্তরে লেগেছে ব্যথার পরশ, সে ব্যথার নাম কৃষ্ণ প্রেম। তার শ্যামময় ভুবনে গুরু গঞ্জনা তুচ্ছ। তাই গভীর প্রেমের পরিণতিতে আত্মনিবেদিতা রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন—

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ"

এই অনুভবই যেন ধরা পড়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রেম গীতিকায়।

"আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী
সকল দাগে হব দাগী"

এই ভাবেই দেখি কেবল চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীতেই নয়—আধুনিক কালের কবি প্রাণকেও প্রাণিত করেছে চণ্ডীদাসের রচনা। সেই একই ভাব যেন নবরূপে ধ্বনিত হয়েছে একালে।

অনুরাগের পদেও চণ্ডীদাস গৃহবন্দিনী রাধার কৃষ্ণপ্রেমের অনুপম মাধুরী ব্যক্ত করেছেন অভিনব উপায়ে। রাধা তার চোখের কাজল দিয়ে আপন মনে এঁকেছে কৃষ্ণের ছবি, সেই কালো রূপের মোহন মূর্তিতে সিঁদুর দিয়ে এঁকেছে তার চোখ। হাতে নিয়েছে কৃষ্ণের পদ্মপলাশ সুলভ আঁখির পদ্মফুল। আমাদের মনে পড়ে যায় অনুরাগের আর একটি অনুপম পদে বিদ্যাপতির রাধাও তাঁর প্রিয় প্রসাধনীর সঙ্গে কৃষ্ণকে উপমিত করে তার অপরিহার্য প্রিয়তার নিদর্শন তুলে ধরেছিল। (হাথক দরপণ মাথক ফুল নয় নক অঞ্জুন মুখক তাম্বুল)

পদাবলী পর্যায় ক্রমে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগও নিবেদনে। অভিসারে গেবিন্দদাস ও মাথুরে বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠ। তবু চণ্ডীদাসের অভিসার ও মাথুরের পদেও তাঁর কবিকৃতির প্রকাশ দেখেছি। অভিসার পর্যায়ে দেখি চণ্ডীদাসের রাধা আপন গৃহ বন্দিনী, স্বয়ং কৃষ্ণ এসেছেন তাঁর রাই-এর কাছে অভিসারে কিন্তু বর্ষনমুখর রাত্রিতে আপেক্ষমান অভিসারী প্রিয়তমের কাছে না যেতে পেরে রাধার আকুল আর্তি ঝরে পড়ে—

Scanned with CamScanner

"এ মোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিয়া
দেখিয়া পরান ফাটে"

আক্ষেপানুরাগে চণ্ডীদাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"আক্ষেপানুরাগের সর্বস্ব চণ্ডীদাস এবং চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ।"

প্রেমের গভীরতা হেতু প্রিয়তমের মধ্যে অকারণ দোষ দর্শন করে—যখন শ্রী রাধা আক্ষেপ করে তখনই এই পর্যায়ের সৃষ্টি। প্রকৃত পক্ষে গভীর প্রেমের মধ্যে যে সুতীব্র অভিমান তারই ফলে এই অকারণ আক্ষেপ যা অনুরাগেরই চরম প্রকাশ।

"ঘর কৈনু বাহির বাহির কইনু ঘর
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি
বুঝিতে পারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি",

এই আত্মমগ্ন প্রেমবিহবলা রাধার তাই আকুল ক্রন্দন—

"বঁধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও"

মরণ কামনা করেও শ্রী রাধা প্রিয় সান্নিধ্যে দেহ ত্যাগ করতে চায়। জীবনে মরণে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ প্রেমই তার একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন। তাই মাথুরের পদে চণ্ডীদাসের রাধা বিদ্যাপতির রাধার মত নিঃসীম বেদনায় হাহাকার করে না। কারণ সে জানে প্রিয়তম কৃষ্ণ তার কাছেই আছেন, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ অসম্ভব। তাই ভাবী প্রবাসের (মাথুর) পদে চণ্ডীদাসের রাধা সখীদের কাছে পরম প্রত্যয়ে ঘোষণা করে—

"তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবে
কোন পথে বঁধু পলাইবে—
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিব গো
তবে শ্যাম মধুপুরে যাবে"

রাধার স্থির বিশ্বাস কৃষ্ণ তার অন্তরেই আছেন, যেমন রাধা মিশে আছেন কৃষ্ণের অন্তরে—সে-ই তো কৃষ্ণের অন্তরতম হলাদিনী শক্তি। আনন্দ স্বরূপ কৃষ্ণের আনন্দ স্বরূপিনি রাধা স্বয়ং। দুয়ের এই অভেদ প্রেম ভাবনাই যেন চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব ভাবনায় মিলে গেছে।

তবু চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পিতা অনন্য প্রেম মূর্তি।

Scanned with CamScanner

"অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি দীন
না জানি ভজন পূজন।"

পিরীতি রসেতে তনুমন ঢেলে সে কৃষ্ণের চরনে সমর্পন করেছে। তাই নিবেদন পর্যায়ে চণ্ডীদাসের রাধা কেবলা কৃষ্ণ প্রেম মুগ্ধ নায়িকা নয়, সে ভক্ত সাধিকা, কৃষ্ণ আরাধিকা এবং প্রভুর চরণে আত্মনিবেদিতা চির জনমের দাসী, যে সমস্ত সত্তা বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পনে খুঁজে পেয়েছে জীবনের চরম চরম চরিতার্থতা—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণ নাথ হৈও তুমি"

চণ্ডীদাসের পদে সর্বত্রই এই নিবেদন, এই ভক্তিরসের আধিক্য। তাঁর রাধায় যৌবন বেদনায় উচ্ছলতা নেই, তা যেন দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত এক আধ্যাত্ম অনুভব। তাঁর রাধা "প্রেম যেন নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়।"

অনাড়ম্বর নিরাভরণ সহজ কবি ভাষায় চণ্ডীদাস যে প্রেমের ছবি আঁকেন, তা রূপের আশ্রয় অতীত হয়ে অরূপ সাধনায় লীলারস নিকেতনে পৌঁছে যায়—সেখানে মর্ত্য মাধুরী সীমা ছাড়িয়ে অসীমলোকে অধ্যাত্ম রসে তার আকাঙ্খিত চরিতার্থতা।

Scanned with CamScanner

বৈষ্ণব পদাবলী মঞ্জরী

ড: মীনাক্ষী সিংহ

Scanned with CamScanner